মন্ত্রণালয়/বিভাগ সমূহের বার্ষিক প্রতিবেদন ছক

মন্ত্রণালয়/বিভাগের নামঃ বাঅনৌপ-কর্তৃপক্ষ   আওতাধীন অফিসের সংখ্যাঃ

প্রতিবেদনাধীন বছরঃ ২০১৬-২০১৭   প্রতিবেদন প্রস্তুতির তারিখঃ .... /০৭/২০১৭ইং

(১) প্রশাসনিক

১.১   কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সংখ্যা(রাজস্ব বাজেটে)ঃ

সংস্থার স্তর	অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত পদ	শূন্য পদ	বৎসরভিত্তিক সংরক্ষিত (রিটেনশনকৃত) অস্থায়ী পদ	মন্তব্য
নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়	২	৩	৪	৫	৬
বিআইডব্লিউটিএ	৪৩৪৪	৩৭৫৬	৫৮৮		
মোট	৪৩৪৪	৩৭৫৬	৫৮৮		

* অনুমোদিত পদের হ্রাস/বৃদ্ধির কারণ মন্তব্য কলামে উল্লেখ করতে হবে।

১.২ শূণ্য পদের বিন্যাস

অতিরিক্ত সচিব/তদূর্ধ পদ	জেলা কর্মকর্তার পদ	অন্যান্য ১ম শ্রেণীর পদ	অন্যান্য ২য় শ্রেণীর পদ	অন্যান্য ৩য় শ্রেণীর পদ	অন্যান্য ৪র্থ শ্রেণীর পদ	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
-	-	২৭	৩৯	১৫৮	৩৭৪	৫৮৮

১.৩ অতীব গুরূত্বপূর্ণ(Strategic) পদ (অতিরিক্ত সচিব/সমপদ মর্যাদা সম্পন্ন/সংস্থা প্রধান/তদূর্ধ্ব) শূণ্য থাকলে তার তালিকাঃ প্রযোজ্য নয়

১.৪ শূণ্য পদ পূরণে বড় রকমের কোন সমস্যা থাকলে তার বর্ণনাঃ প্রযোজ্য নয়।

১.৫   অন্যান্য পদের তথ্যঃ

প্রতিবেদনাধীন বছরে উন্নয়ন বাজেট থেকে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরিত পদের সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরে উন্নয়ন বাজেট থেকে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরের জন্য প্রক্রিয়াধীন পদের সংখ্যা
-	-

*কোন সংলগ্নী ব্যবহার করার প্রয়োজন নাই।

১.৬ নিয়োগ/পদোন্নতি প্রদানঃ

প্রতিবেদনাধীন বছরে পদোন্নতি			নতুন নিয়োগ প্রদান			মন্তব্য
কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	
৩৭	৬২	৯৯	২২	৫৯	৮১	-

১.৭ ভ্রমন/পরিদর্শন (দেশে)ঃ

ভ্রমণ/পরির্দশন (মোট দিনের সংখ্যা)	মন্ত্রী		প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রী		চেয়ারম্যান	মন্তব্য
উন্নয়ন প্রকল্প পরিদর্শন	-	-	-	-	২৭টি (৫০ দিন)	-
পার্বত্য চট্রগ্রামে ভ্রমণ	-	-	-	-	-	-

১.৮ ভ্রমন/পরিদর্শন (বিদেশে)ঃ

	মন্ত্রী		প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রী		চেয়ারম্যান	মন্তব্য
ভ্রমণ/পরির্দশন (মোট দিনের সংখ্যা)	-	-	-	-	৩টি(২৭দিন)	-
-	-	-	-	-	-	-

*কতদিন বিদেশে ভ্রমন করেছেন সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে।

১.৯ উপরোক্ত ভ্রমনের পর ভ্রমন বৃত্তান্ত/পরিদর্শন প্রতিবেদন দাখিলের সংখ্যা : নাই

(২) অডিট আপত্তিঃ

২.১ অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্যঃ (১জুলাই ২০১৬ থেকে ৩০ জুন ২০১৭ পর্যন্ত)

(টাকার অংক কোটি টাকায়)

ক্রঃ নং	মন্ত্রণালয়/ বিভাগ সমূহের নাম	অডিট আপত্তি		ব্রডশীটে জবাবের সংখ্যা		নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি		অনিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
	বিআইডব্লিউটিএ	সংখ্যা	টাকার পরিমান (কোটি টাকায়)	সংখ্যা	টাকার পরিমান (কোটি টাকায়)	সংখ্যা	টাকার পরিমান (কোটি টাকায়)	সংখ্যা	টাকার পরিমান (কোটি টাকায়)
		৩৯৩ টি	৫১৭.৩৩	০৫ টি	২.৬১	১৫৩টি	৯৮.৮৬	২৪৫টি	৪২১.০৮

২.২ অডিট রিপোর্টে গুরূতর/বড় রকমের কোন জালিয়াতি/ অর্থ আত্মসাত অনিয়ম ধরা পড়ে থাকলে সে সব কেস সমূহের তালিকাঃ নাই

(৩)শৃঙ্খলা/ বিভাগীয় মামলা(মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবংঅধিদপ্তর/সংস্থার সম্মিলিত সংখ্যা)

প্রতিবেদনাধীন অর্থ বছরে (২০১৬-২০১৭) কর্তৃপক্ষে পুঞ্জিভুত মোট বিভাগীয় মামলার সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা				অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলার সংখ্যা
	চাকুরীচ্যুতি/বরখাস্ত	অব্যাহতি	অন্যান্য দন্ড	মোট	
১	২	৩	৪	৫	৬
(ক) পূর্ববর্তী র্অথ বছররে অনম্পিন্নকৃত মামলার সংখ্যা=০৯ টি (খ) ১লা জুলাই ২০১৬ হতে ৩০ শে জুন ২০১৭ ইং পর্যন্ত মামলার সংখ্যা=১১ টি মোট মামলার সংখ্যা=২০ টি	--	০২টি	০৪টি	০৬টি	১৪ টি

(৪)সরকার কর্তৃক/সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা(১ জুলাই২০১৬ থেকে ৩০জুন ২০১৭)

সরকারি সম্পত্তি/স্বার্থ রক্ষার্থে মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ আওতাধীন সংস্থাসমূহ কর্তৃক দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	মন্ত্রণালয়/বিভাগ-এর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত রিট মামলার সংখ্যা	উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তাবায়নের ক্ষেত্রে সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	দায়েরকৃত মোট মামলার সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত মোট মামলার সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫

(৫) মানবসম্পদ উন্নয়নঃ

৫.১ দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ (০১ জুলাই ২০১৫ থেকে ৩০ জুন ২০১৬ পর্যন্ত)

প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মোট সংখ্যা	মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন সংস্থাসমূহ থেকে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
৪৪ টি	৬৮ জন

৫.২ মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর কর্তৃক পূর্ববর্তী অর্থ বছরে (২০১৬-১৭) কোন ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়ে থাকলে তার বর্ণনাঃ বার্ষিক কর্মসম্পদ চুক্তি (APA) ও প্রাসঙ্গিক বিষয়াদি, শুদ্ধাচার ও নৈতিকতা, তথ্য অধিকার ও সিজেন চার্টার ইত্যাদি বিষয়ে ইন হাউজ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। তাছাড়া ইউনিকোড ফ্রন্ট ব্যবহার ও ইনস্টোল বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

৫.৩ প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অংশ গ্রহণ বা মনোনয়নের ক্ষেত্রে বড় রকমের কোন সমস্যা থাকলে তার বর্ণনাঃ নাই

৫.৪ মন্ত্রণালয়ে অন দ্য জব ট্রেনিং (OJT) এর ব্যবস্থা আছে কি না ; না থাকলে অন দা জব ট্রেনিং আয়োজন করতে বড় রকমের কোন অসুবিধা আছে কিনাঃ নাই ।

৫.৫ প্রতিবেদনাধীন অর্থ বছরে (০১জুলাই ২০১৬ থেকে ৩০ জুন ২০১৭ পর্যন্ত) প্রশিক্ষণের জন্য বিদেশ গমনকারী কর্মকর্তার সংখ্যাঃ নাই

(৬)সেমিনার/ওয়ার্কশপ সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০১৬ থেকে ৩০ জুন ২০১৭ পর্যন্ত)

দেশের অভ্যন্তরে সেমিনার/ওয়ার্কশপের সংখ্যা	সেমিনার/ওয়ার্কশপে অংশগ্রহনকারীদের সংখ্যা
০৩ জন	০৩ জন (০১জন কর্মকর্তা আন্তর্জাতিক কর্মশালা/সেমিনানে অংশগ্রহণ করেছেন)।

(৭) তথ্য প্রযুক্তি ও কম্পউটার স্থাপন (০১ জুলাই ২০১৬ থেকে ৩০ জুন ২০১৭ পর্যন্ত)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাসমূহে কম্পিউটারের মোট সংখ্যা	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাসমূহে ইনটারনেট সুবিধা আছে কিনা	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাসমূহে লেন (LAN) সুবিধা আছে কিনা	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাসমূহে ওয়েন (WAN)সুবিধা আছে কিনা	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাসমূহে কম্পিউটারে প্রশিক্ষিত জনবলের সংখ্যা	
				কর্মকর্তা	কর্মচারী
				০৯ জন	০৭ জন

(৮) সরকারি প্রতিষ্ঠান সমূহের আয়ের লভ্যাংশ/মুনাফা/আদায়কৃত রাজস্ব থেকে সরকারী কোষাগারে জমার পরিমাণ (INRব্যতীত)

(কোটি টাকায়)

		২০১৬ -২০১৭		২০১৫-২০১৬		হ্রাস(-)/বৃদ্ধির (+) হার	
		লক্ষ্য মাত্রা	প্রকৃত অর্জন (সাময়িক)	লক্ষ্য মাত্রা	প্রকৃত অর্জন	লক্ষ্য মাত্রা	প্রকৃত অর্জন
রাজস্ব আয়	ট্যাক্স রেভিনিউ						
	নন-ট্যাক্স রেভিনিউ						
উদ্বৃত(ব্যবসায়িক আয় থেকে)							
লভ্যাংশ হিসাবে							

- বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ একটি স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান। প্রত্যেক বছর নিজস্ব উৎস হতে যে আয় হয় তা পরিচালন ব্যয় অপেক্ষা কম বিধায় আদায়কৃত রাজস্ব সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা সম্ভব হয় না। বরং পরিচালন ব্যয় নির্বাহের জন্য সরকারি অনুমোদনের প্রয়োজন হয়।

(৯) প্রতিবেদনাধীন অর্থ বছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী/ আইন,বিধি ও নীতি প্রণয়ন/সমস্যা সঙ্কটঃ নাই

৯.১ প্রতিবেদনাধীন অর্থ বছরে নতুন আইন,বিধি ও নীতি প্রণয়ন হয়ে থাকলে তার তালিকাঃ নাই

৯.২ প্রতিবেদনাধীন অর্থ বছরে সম্পাদিত গুরূত্বপূর্ণ/উল্লেখযোগ্য কার্যাবলীঃ

বন্দর বিভাগঃ

২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে অত্র বিভাগের মাধ্যমে ৩৭৪টি ঘাট/পয়েন্ট/টোল ষ্টেশন ইজারা প্রদান করা হয়। উক্ত ঘাট/পয়েন্ট/টোল ষ্টেশন সমূহ ইজারা প্রদানের মাধ্যমে বিআইডব্লিউটিএ'র প্রায় ৫৮,২৭,০৫,৫৯১/-(আটান্ন কোটি সাতাশ লক্ষ পাঁচ হাজার পঁচশত একনব্বই) টাকা রাজস্ব অর্জিত হয়।

নৌ-নিরাপত্তা ও ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা বিভাগঃ

নৌ-নিরাপত্তা ও ট্রাফিক শাখাঃ

১। ঢাকা-পটুয়াখালী, ঢাকা-কালাইয়া, ঢাকা-বরিশাল নৌপথে আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত নতুন বেশ কয়েকটি যাত্রীবাহী লঞ্চের রুটপারমিট/সময়সূচী অনুমোদন করা হয়েছে। ফলে যাত্রী সাধারণ নৌপথে যাতায়াতের ক্ষেত্রে আধুনিক সুযোগ-সুবিধা ভোগ করছে।

২। ঢাকা নদী বন্দরে টার্মিনাল ভবনের পাশে নব নির্মিত সম্প্রসারিত ভবন সংলগ্ন পন্টুন ও গ্যাংওয়ে স্থাপন করে সদরঘাটের বার্দিং ব্যাবস্থাকে উন্নতর করা হয়েছে।

৩। সদরঘাটের বার্দিং সমস্যা নিরসনকল্পে বিভিন্ন নৌপথে চলাচলকারী লঞ্চ সমূহের বার্দিং ওয়াইজ ঘাট, লালকুঠি ইত্যাদি ঘাটে বিকেন্দ্রীকরণ করা হয়েছে।

৪। ঢাকা-বরিশাল নৌপথে দিনের বেলায় চলাচলের জন্য আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত এমভি গ্রীণ লাইন-২, এমভি গ্রীণ লাইন-৩, এমভি দেশান্তর,এমভি এ্যাডভেন্সার-৫ নামক ৪টি দ্রুতগতি সম্পন্ন যাত্রিবাহী নৌযানের রুটপারমিট/ সময়সূচী অনুমোদন করা হয়েছে।

৫। মাওয়া (শিমুলিয়া) নদী বন্দর হতে চলাচলকারী ৮৮টি লঞ্চে মধ্যে ছোট এবং ঝুঁকিপূর্ণ বেশ কিছু লঞ্চকে পরিবর্তন করে তদস্থলে অপেক্ষাকৃত বড় ও অধুনিক সুবিধা সম্বলিত লঞ্চের সময়সূচী জারী করা হয়েছে।

৬। অভ্যন্তরীন নৌপথে যাত্রী সাধারণের নিরাপদ চলাচলের স্বার্থে ঈদ/ধর্মীয় উৎসব, কালবৈশাখী মৌসুমে বিশেষ মনিটরিং কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। ফলে গত জানুযারী/২০১৬হতে জুন/২০১৭ পর্যন্ত কোন লঞ্চ দুর্ঘটনা ঘটেনি।

৭। ঈদ-উল ফিতর-২০১৭ উপলক্ষে প্রতিবছরের ন্যায় এ বছরও দেশের গুরুত্বপুর্ণ নদী বন্দর ও ঝুঁকিপূর্ণ ১৪টি ঘাট/ পয়েন্টে সংশ্লিষ্টদের মাধ্যমে কমিটি গঠন করে মনিটরিং কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে। ফলে যাত্রী সাধারণ কোন রকম দুর্ঘটনা ছাড়াই নিরাপদে যাতায়াত করতে পারছে।

৮। নৌ-পরিবহন অধিদপ্তরের সার্কুলার অনুযায়ী অভ্যন্তরীণ নৌ-পথে বালুবাহী বাল্কহেড, ড্রেজার, কার্গো ট্রলারসহ ইত্যাদি সকল ধরণের পণ্যবাহী নৌযান রাতে চলাচল নিষিদ্ধ থাকা সত্বেও এ সকল নৌযানের রাত্রীকালে চলাচলের প্রবনতা থাকায় দুর্ঘটনা রোধকল্পে এ সকল নৌযান যাতে রাত্রিকালে চলাচল করতে না পারে। সে লক্ষ্যে নৌপথে মনিটরিং কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে।

৯। দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় যাত্রিবাহী লঞ্চ সমূহের নিরাপদ আশ্রয়ের লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ নৌপথে দুর্ঘটনা প্রবণ এলাকায় (পন্টুন, গ্যাংওয়ে, জেটি, মুরিং ও যোগাযোগ সুবিধাদিসহ) বিশ^ ব্যাংকের সহায়তায় ৬টি আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

১০। সারা দেশে অবৈধ যাত্রিবাহী নৌযান চলাচল রোধে জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়েছে।

১১। নৌদুর্ঘটনা রোধে এবং যাত্রী সাধারনের সচেতনার লক্ষে প্রতি বছর নৌ-সপ্তাহ পালন করা হচ্ছে ।

১২। নৌপথে যাত্রি সাধারনের নিরাপদ চলাচল নিশ্চিত করনের লক্ষ্যে লঞ্চ মালিক, নৌযান শ্রমিক সংগঠন, জেলা প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসনের সমন্বয়ে বেশ কয়েকটি সমন্বয় সভার আয়োজন করা হয়েছে।

১৩। আইএসও-১৯৭৬ এর সংশ্লিষ্ট ধারা লংঘনের কারনে বেশ কয়েকটি নৌযানের বিরুদ্ধে মেরিন কোর্টে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

<u>সার্ভে উন্নয়ন শাখাঃ</u>

INland Water Transport Authority Ordinance,1958 আওতাধীন Section-15 এর উপ-ধারা (Vii) বলে বিআইডব্লিউটিএ অভ্যন্তরীণ গুরুত্বপূর্ন নৌ-পথ এবং অচল নৌ-পথসমুহ সচল করার জন্য ট্রাফিক সার্ভে করার লক্ষ্যে এবং অভ্যন্তরীণ নৌ-পথে বিরাজমান সমস্যাবলী নিরসন কল্পে গত ০৬/০১/২০১৬ তারিখে যাত্রী পরিবহন (যাপ) সংস্থা ও লঞ্চ মালিক সমিতির সদস্যগণের সাথে কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান মহোদয়ের সভাপতিত্বে¦ অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কর্তৃপক্ষের নৌ-নিট্রা বিভাগ যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে দেশের গুরুত্বপূর্ণ২০টি নৌ-পথট্রাফিক সার্ভে করার উদ্যোগ গ্রহন করে। তন্মধ্যে নিম্নোক্ত ১৪টি নৌ-পথে ইতোমধ্যে ট্রাফিক সার্ভে কার্যক্রম সম্পন্ন করে নৌ-পথের উন্নয়ন ও নৌ-যাত্রীদের সেবার মান উন্নয়ন করা হয়েছে।

০১। ঢাকা-পটুয়াখালী

০২। ঢাকা-সবুজবাগ(আমতলী)

০৩। ঢাকা-ভোলা (লোকালসার্ভিস)

০৪। ঢাকা-ভোলা (সরাসরি সার্ভিস)

০৫। ঢাকা-বরিশাল (লোকাল সার্ভিস)

০৬। ঢাকা-বরিশাল (সরাসরি সার্ভিস)

০৭। ঢাকা-চাঁদপুর (সকাল/বিকাল সাভিস)

০৮। ঢাকা-রাঙ্গাবালি/লেতরা বাজার

০৯। ঢাকা ভান্ডারিয়া

১০। নরসিংদী-নবীনগর/ভৈরব-নবীনগর

১১। রাঙ্গামাটি-মারিশ্যা, ছোটহরিনাসহ অন্যান্য নৌ-পথ

১২। টেনাফ-সেন্টমার্টিন

১৩। খুলনা-কয়রা

১৪। চিলমারি-রৌমারী/চরবাজিবপুর

<u>বৈদেশিক পরিবহন শাখাঃ</u>

১। বাংলাদেশ-ভারত অভ্যন্তরীণ নৌ-পথ অতিক্রমণ ও বাণিজ্য প্রটোকলের (PIWT&T) -র আওতায় গঠিত স্ট্যান্ডিং কমিটির ১৮তম সভা ০৬ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়।

২। বাংলাদেশ ভারতের মধ্যে নৌ-সচিব পর্যায়ের সভা ০৭ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়।

৩। বাংরাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ০৮-১০ এপ্রিল ২০১৭ তারিখ ভারত সফরকালীন সময়ে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে বিদ্যমান প্রটোকলের আওতায় বাণিজ্যিক পণ্য পরিবহনের নিমিত্ত ০২(দুই) টি সমঝোতা স্বারক (MOU) স্বাক্ষরিত হয়, যা নিম্নরূপঃ

(ক)The Memorandum of understanding on development of Fairway from Sirajganj to Daikhowa and Ashuganj to Zakiganj on Indo-Bangladesh Protocol route between the Ministry of Shipping of the people's republic of Bangladesh &the Ministry of shipping of the Government of the Republic of India.

(খ)The Memorandum of understanding on Passenger and Cruise Services on the Coastal and Protocol Route between Ministry of Shipping of the Government of the People's Republic of Bangladesh and the Ministry of shipping of the Government of the Republic of India.

০৪। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভুটানে সফরকালীন সময়ে ১৮ এপ্রিল ২০১৭ তারিখে ভুটান ও বাংলাদেশের মধ্যে ০১(এক) টি সমঝোতা স্মারক (MOU) স্বাক্ষরিত হয়, যা নিম্নরূপঃ

Memorandum of understanding on Use of Inland Waterways for transportation of bilateral trade and transit cargoes between the Government of the people's republic of Bangladesh and the royal Government of Bhutan.

০৫। আশুগঞ্জ নদী বন্দর দিয়ে ভারতের আগরতলায় নিয়মিত পণ্য Transshipment পন্য পরিবহন কার্যক্রমের আওতায় ৫টি নৌ-যান দ্বারা মোট ৬৫২৫.৩৪৫ মেট্রিক টন পন্য পরিবাহিত হয়। যেখানে প্রতি মেট্রিক টন Transshipment পন্যের জন্য বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় রাজস্ব খাতে ১৯২.২২ টাকা অর্জিত হচ্ছে।

০৬। Standing Committee এর ১৮ তম সভা এবং নৌ-সচিব পর্যায়ের সভায় ভারতের ধুবড়ী এবং বাংলাদেশ পাঁনগাও কে নতুন Port of Call হিসাবে ঘোষনা করা হয়।

০৭। বাংলাদেশের নব ঘোষিত পাঁনগাও Port of Call এর মাধ্যমে ইতোমধ্যে ০২টি নৌ-যান দ্বারা মোট ৩১১৩.০৮ মেট্রিক টন পণ্য পরিবাহিত হয়।

০৮। বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে অনুষ্ঠিত নৌ-সচিব পর্যায়ের সভায় সমগ্র প্রটোকল রুট সারা বছর ব্যাপী সংরক্ষণ ও ড্রেজিং এর নিমিত্ত ভারত সরকারের ৮০% এবং বাংলাদেশ সরকারের ২০% অর্থ শেয়ারিং এর মাধ্যমে যৌথভাবে টেন্ডার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

০৯। PIWT&T-এর আওতায় ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে বাংলাদেশী ৯৯৯ নৌ-যান দ্বারা ২৫,৯৮,০৬৫ মেট্রিক টন এবং ভারতীয় ০৯টি নৌ-যান দ্বারা ৮৪২৩ মেট্রিক টন পণ্য পরিবাহিত হয়।

ড্রেজিং বিভাগঃ

ড্রেজিং কাজঃ

২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে বিআইডব্লিউটিএ বর্ষা মৌসুম অব্যবহিত পর থেকে গুরুত্বপূর্ণ ফেরী ও নৌ-রুট এবং নৌ-বন্দরসমূহ মাঠ পর্যায়ে নিয়মিত মনিটরিংয়ের পাশাপাশি প্রয়োজনানুযায়ী হাইড্রোগ্রাফিক জরিপ করে নাব্যতা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ এবং নৌ-পথসমূহের নাব্যতা সঙ্কট নিরসনে ড্রেজিং কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। শুস্ক মৌসুমে নাব্যতা সঙ্কটময় পরিস্থিতি উত্তরণে বার্ষিক সংরক্ষণ ড্রেজিং কর্মসূচির আওতায় চাহিদানুযায়ী জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর পাটুরিয়া-দৌলতদিয়া, পাটুরিয়া-কাউখালী, মাওয়া-চরজানাজাত, হরিণাঘাট-আলুবাজার, আবুপুর-মৃধারহাট, ভোলা-লক্ষীপুর ও লাহারহাট-ভেদুরিয়া ফেরীরুট এবং ঢাকা-বরিশাল,মংলা-ঘষিয়াখালী পটুয়াখালী বন্দর, পটুয়াখালী-গলাচিপা, ঢাকা-ভান্ডারিয়া নৌ-পথ, চর বাচাসারা, তুলসীখালী-সাভার নৌ-

পথ, আরিচা-কাজীরহাট, বরিশাল ও পটুয়াখালী বন্দরে ড্রেজিং কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। সংরক্ষন খনন কর্মসূচির আওতায় জুন' ২০১৭ পর্যন্ত প্রায় ১১৭.০০ লক্ষ ঘনমিটার ড্রেজিং করে বর্ণিত গুরুত্বপূর্ন নৌ-পথগুলোর নাব্যতা বজায় রাখা হয়েছে। উন্নয়নমূলক খননের আওতায় বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "১২টি গুরুত্বপূর্ন নৌ-পথ খনন" প্রকল্পের আওতায় প্রায় ৫৮.০০ লক্ষ ঘনমিটার এবং "অভ্যন্তরীণ নৌ-পথের ৫৩টি রুটে ক্যাপিটাল ড্রেজিং (১ম পর্যায় ২৪টি নৌ-পথ)" প্রকল্পের আওতায় ১০১.০০ লক্ষ ঘনমিটার অর্থাৎ, মোট ১৫৯.০০ লক্ষ ঘনমিটার ড্রেজিং সম্পন্ন করা হয়েছে। ২০১৬-২০১৭ সালে অভ্যন্তরীণ নৌ-পথসমূহের নাব্যতা উন্নয়ন ও সংরক্ষণে বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃক জুন'২০১৭ পর্যন্ত সর্বমোট ২৭৬.০০ লক্ষ ঘনমিটার ড্রেজিং সম্পন্ন করা হয়েছে। ফলে গুরুত্বপূর্ন নৌ-পথগুলো নাব্য রেখে নৌযান চলাচল নির্বিঘ্ন রাখা সম্ভব হয়েছে।

ড্রেজার সংগ্রহ কার্যক্রমঃ

২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "১০ টি ড্রেজার ক্রেনবোট, টাগবোট, অফিসার্স হাউজবোট ও ক্রু-হাউজবোট সহ অন্যান্য সরঞ্জামাদি/যন্ত্রপাতি সংগ্রহ (২য় সংশোধিত)"-শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ২টি ১৬ ইঞ্চি কাটার সাকশন ড্রেজার, ২টি টাগবোট, ১টি বয়া টেন্ডার ভেসেল, ৪টি ইনল্যান্ড সার্ভে ভেসেল, ১টি ক্রেনবোট, ২টি পাইপ কেরিং ডাম্ব বার্জ, ৪টি কেবিন ক্রুজারসহ ২৫০টি বিভিন্ন সাইজের রাবার হোজ পাইপ সংগ্রহ করা হয়েছে এবং ২টি সেল্ফ প্রপেল্ড মাল্টিপারপাজ ভেসেল, ৪টি এম্ফিবিয়ান টাইপ কাটার সাকশন ড্রেজার, ৬টি সার্ভে এলুমিনিয়াম ওয়ার্কবোট, ১টি স্পেশাল ইন্সপেকশন মাল্টিপাজ ভেসেলের ১টি টাগবোট, ৫টি ক্রেনবোট,২টি সেল্ফ প্রপেল্ড মাল্টিপারপাজ বার্জ এবং ৩টি পাইপ কেরিং ডাম্ব বার্জ এর নির্মানকাজ চলমান রয়েছে। এছাড়া "২০টি ড্রেজারসহ সহায়ক যন্ত্রপাতি এবং সরঞ্জামাদি সংগ্রহ"- শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ২টি প্যাকেজের অধিনে ১০ টি (০৬ টি ২৬ ইঞ্চি ও ০৪টি ২০ ইঞ্চি ড্রেজার ১০টি ক্রেনবোট ও ১০টি ক্রু-হাইজ বোট সংগ্রহের জন্য ২৯/০৮/২০১৬ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী বেসেল সমূহের নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।

প্রকৌশল বিভাগ

১) প্রকৌশল বিভাগের অধীনে ৪টি প্রকল্প/কর্মসূচী গ্রহনের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ নৌ-পথের অবকাঠামোগত উন্নয়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে ঢাকা নদী বন্দরের ৪ তলা বিশিষ্ট এক্সটেনসন ভবন নির্মাণ ও উদ্বোধন, পাগলায় ১০তলা বিশিষ্ট স্টাফ কোয়ার্টার নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে, সদরঘাট হতে শ্মশানঘাট পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ ও উদ্বোধন;

২) অভ্যন্তরীন নৌ-পথে দক্ষ নাবিক তৈরীর লক্ষ্যে মাদারীপুর জেলায় এসপিটিআই স্থাপন;

৩) সরকারী বিভিন্ন দপ্তরের চাহিদার আলোকে ওভারহেড ওয়্যার/ব্রীজের নেভিগেশনাল ক্লিয়ারেন্স প্রদান;

৪) দৌলতদিয়া ফেরীঘাট এলাকায় ফেরীঘাট নির্মাণ, পূণঃ নির্মাণ, মেরামত, সংরক্ষণ এবং প্রটেকশন কাজ;

৫) কক্সবাজার জেলায় কস্তরাঘাট এলাকায় একটি দ্বি-তল আইবি নির্মাণ সমাপ্ত ও উদ্বোধন এবং নুনিয়ারছড়ায় একটি জেটি নির্মাণ কার্যক্রম চলমান আছে;

৬) রাঙ্গামাটিতে মার্কম্যান হাউজ কাম অফিস ভবণ নির্মাণ কাজ;

৭) বরিশাল ডিভিশনের অধীনে প্রায় ৫০ টি লঞ্চঘাট নির্মাণ এবং বন্দর সুবিধাদী প্রদান;

৮) পটুয়াখালী টার্মিনাল ভবন আধুনিকীকরণ ও উদ্বোধন এবং বন্দর সুবিধাদী প্রদান;

৯) বরিশাল নদী বন্দরে একটি নতুন গ্যাংওয়ে, পন্টুন স্থাপন সহ বন্দর সুবিধাদী প্রদান;

১০) ভোলা নদী বন্দরে একটি নতুন গ্যাংওয়ে, পন্টুন স্থাপন সহ দ্বি-তল টার্মিনাল ভবণ নির্মাণ এবং বন্দর সুবিধাদী প্রদান;

১১) মাদারীপুর জেলায় আড়িয়াল খাঁ নদীর তীরে প্রায় ৪ কিঃ মিঃ ওয়াকওয়ে নির্মাণ;

১২) বরগুনা জেলার আমতলীতে লঞ্চ টার্মিনাল নির্মাণ কার্যক্রম চলমান এবং বন্দর সুবিধাদী নির্মাণ;

১৩) হরিণা-আলুবাজার ফেরী রুটে আলুবাজার ফেরী টার্মিনাল হতে ফেরীঘাট অভিমূখী বিকল্প সংযোগ সড়ক নির্মাণ;

১৪) মুন্সিগঞ্জ-গজারিয়া ফেরীঘাট নির্মাণ কার্যক্রম চলমান;

১৫) বরগুনা জেলায় বন্যাতলী-চরশিবা ফেরীঘাট চালুকরণের লক্ষ্যে ফেরীঘাট নির্মাণ কার্যক্রম গ্রহণ;

১৬) কুড়িগ্রাম জেলার চিলমারীতে পাইলট হাউজ নির্মাণ কার্যক্রম চলমান;

১৭) কাঠালবাড়ীতে ফেরীঘাট ও পার্কিং ইয়ার্ড সম্প্রসারনসহ আনুষাঙ্গিক সুবিধাদী প্রদান;

১৮) বিশ^ব্যাংকের সহায়তায় বাস্তবায়িতব্য "চট্টগ্রাম-ঢাকা-আশুগঞ্জ ও সংযুক্ত নৌ-পথ খনন এবং টার্মিনালসহ আনুষঙ্গিক স্থাপনাদী নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। বর্তমানে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের কাজ চলমান আছে। প্রকল্পের অধীনে চাঁদপুর নদী বন্দর ও ঢাকা নদী বন্দরের শ্মশানঘাটে নতুন টার্মিনাল নির্মাণ, বরিশাল নদী বন্দর ও নারায়নগঞ্জ নদী বন্দর টার্মিনাল এক্সটেনশন সহ ১৪টি ল্যান্ডিং স্টেশন ডেভেলপ কার্যক্রম অন্তর্ভূক্ত আছে।

১৯) "সন্দ্বীপস্থ গুপ্তছড়ায় আরসিসি জেটি পুনঃনির্মাণ" শীর্ষক অনুমোদিত প্রকল্পের অধীনে আর.সি.সি জেটি নির্মাণ কার্যক্রম গ্রহণ।

<u>নৌ-সংরক্ষণ ও পরিচালন বিভাগ</u>

- বিভিন্ন নৌ-পথে স্থাপনের জন্য ০৭টি স্ট্রীল লাইটেড বয়া, ২০ টি শ্যাকের চেইন (৩০ এম এম ডায়া) ২০টি ব্রাইডেল চেইন (৩০ এম এম ডায়া), ৪২টি আরসিসি সিংকার (৩ টন), ৩০ শ্যাকেল এস এল চেইন (২৮ এম এম ডায়া), ১০০টি এলইডি ল্যার্ন্টন এবং ২৫০ বগমিটার স্কচলিট পেপার সংগ্রহ করা হয়েছে।
- যাত্রী সাধারণের নিরাপদে লঞ্চে উঠা-নামার জন্য ১৬৩টি পন্টুন মেরামত করে সংশ্লিষ্ট ঘাটে পুনঃস্থাপন/প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও পল্লী অঞ্চল শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৬৭টি সংগৃহীত নতুন পন্টুন বিভিন্ন ওয়েসাইড লঞ্চঘাটে স্থাপন করা হয়েছে। যাতে যাত্রী সাধারণ নিরাপদ ও নির্বিঘ্নে লঞ্চে উঠ-নামা করতে পারছে।

<u>হাইড্রোগ্রাফিক বিভাগঃ</u>

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত জরিপ কাজঃ

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	জরিপ এলাকা
০১।	কাঁচিকাটা এলাকা নৌ-পথ	১২টি গুরুত্বপুর্ণ নৌ-পথ খনন
০২।	মিরকাদিম-ডহরী নৌ-পথ	- ঐ -
০৩।	চৌধুরীহাট কেকানিয়া নৌ-পথ	- ঐ -
০৪।	সুসেশ্বর নড়িয়া নৌ-পথ	- ঐ -
০৫।	মাদারিপুর-জাজিরা নৌ-পথ	- ঐ -
০৬।	ত্রিমুল-উলুমার-টোক নৌ-পথ	- ঐ -
০৭।	নারায়ণগঞ্জ-সুলতানা কামাল নৌ-পথ	- ঐ -
০৮।	ঘোড়াউত্রা এলাকা নৌ-পথ	- ঐ -

০৯।	টোক-কটিয়াদি নৌ-পথ	- ঐ -
১০।	দাউদকান্দি-হোমনা-রামচন্দ্রপুর নৌ-পথ	২৪টি গুরুত্বপূণ নৌ-পথ
১১।	তুলশীখালী-জাবরা নৌ-পথ	- ঐ -
১২।	আমিনবাজার-আশুলিয়া নৌ-পথ	- ঐ -
১৩।	চাঁদপুর-ইচুলি-ফরিদগঞ্জ নৌ-পথ	- ঐ -
১৪।	গাবতলী-কর্ণপাড়া নৌ-পথ	- ঐ -
১৫।	মানিকদাহ-বড়দিয়া নৌ-পথ	- ঐ -
১৬।	রায়টুটি এলাকা নৌ-পথ	- ঐ -
১৭।	ভৈরব-ছাতক নৌ-পথ	- ঐ -
১৮।	খুলনা-নওপাড়া নৌ-পথ	- ঐ -
১৯।	বাঘাবাড়ী-নাটর নৌ-পথ	- ঐ -
২০।	সিন্দিয়াঘাট ভাঙ্গা-বাখুন্ডা নৌ-পথ	- ঐ -

যান্ত্রিক ও নৌ-প্রকৌশল বিভাগঃ

পন্টুন মেরামত ও সংগ্রহ

- কর্তৃপক্ষের জন্য ১০০ × ২৫ × ৬.৫ সাইজের দুইটি টিপি পন্টুন নির্মাণ কাজ শেষে ঘাটে স্থাপন করা হয়েছে ;
- ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ৪০টি পন্টুনের বড় ধরণের (ডকিং) মেরামত কাজ এবং ১৪ টি পন্টুনের মঝারী ধরণের মেরামত কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে ;
- বাঅনৌপক-ভাসমান ডকে ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ৭টি পন্টুন ডকিং মেরামত করা হয়েছে ;
- "বাংলাদেশের পল্লী অঞ্চলে লঞ্চঘাট ও ওয়েসাইড ঘাট উন্নয়ন" -শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে পন্টুন সংগ্রহের চিত্র নিম্নরূপঃ

পন্টুনের ধরন	প্রকল্পের আওতায় নির্মিতব্য পন্টুন সংখ্যা	বিভিন্ন ঘাটে স্থাপন করা হয়েছে	মন্তব্য
ফেরী পন্টুন	০৬টি	০৬টি	নির্মান কাজ শেষ
মিডিয়াম পন্টুন	১৯টি	১৯টি	

- বাঅনৌপ কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন নদী বন্দরে আনুষাঙ্গিক সুবিধাদিসহ ৫০ টি বিশেষ ধরণের পন্টুন নির্মাণ ও স্থাপন প্রকল্পের ডিপিপি অনুমোদন কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন ;
- "বাঅনৌপ কর্তৃপক্ষের জন্য বিভিন্ন প্রকার জলযান সংগ্রহ" শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে|

ডকিং ও ডকিং সহ আনষাঙ্গিক মেরামত কাজঃ

১।	বাঅনৌপক-কংকর ওয়ার্কবোটের ডকিং ও ডকিং সংশ্লিষ্ট মেরামত কাজ করা হয়েছে।
২।	বাঅনৌপক-কপোত ওয়ার্কবোটের ডকিং ও ডকিং সংশ্লিষ্ট মেরামত কাজ করা হয়েছে।
৩।	বাঅনৌপক-আম্বর ওয়ার্কবোটের ডকিং ও ডকিং সংশ্লিষ্ট মেরামত কাজ করা হয়েছে।
৪।	বাঅনৌপক-হাউজ বোট-২ এর ডকিং ও ডকিং সংশ্লিষ্ট মেরামত কাজ করা হয়েছে।

- খুচরা যন্ত্রাংশ সংগ্রহ ওভারহোলিং কাজঃ

১।	বাঅনৌপক-দিশারী জাহাজের বাম মেইন ইঞ্জিন এবং ০১ টি জেনারেটর ইঞ্জিনের খুচরা যন্ত্রাংশ সংগ্রহসহ মেজর ওভারহোলিং কাজ করা হয়েছে।
২।	বাঅনৌপক-অগ্রপথিক জাহাজের বাম মেইন ইঞ্জিন এবং ০১ টি জেনারেটর ইঞ্জিনের খুচরা যন্ত্রাংশ সংগ্রহসহ মেজর ওভারহোলিং কাজ করা হয়েছে।
৩।	বাঅনৌপক-ব-দ্বীপ ও বলগা ওয়ার্কবোটের ইঞ্জিনের খুচরা যন্ত্রাংশ সংগ্রহসহ মেজর ওভারহোলিং কাজ করা হয়েছে।
৪।	বাঅনৌপক-উদ্ধারকারী জাহাজ রুস্তম, হামজা এর জন্য Breathing Air Compressor সংগ্রহসহ ফিটিং ফিক্সিং ও কমিশনিং কাজ করা হয়েছে।
৫।	বাঅনৌপক-অগ্রগামী ও অগ্রযাত্রা জাহাজের মেইন ইঞ্জিন এবং বাঅনৌপক-কনক , কংকর, কচুরী ও কদম ওয়ার্কবোটের ইঞ্জিনের জন্য ইনজেক্টর সংগ্রহ এবং ১ সেট ইনজেক্টর ফিটিং, ফিক্সিং ও কমিশনিং কাজ করা হয়েছে।
৬।	বাঅনৌপক-সন্ধানী জাহাজের হারবার জেনারেটর ইঞ্জিনের খুচরা যন্ত্রাংশ সংগ্রহসহ মেজর ওভারহোলিং কাজ করা হয়েছে।
৭।	বাঅনৌপক-তিস্তা জাহাজের ১টি জেনারেটর ইঞ্জিনের খুচরা যন্ত্রাংশ সংগ্রহসহ মেজর ওভারহোলিং কাজ করা হয়েছে।
৮।	বাঅনৌপক-অগ্রযাত্রা জাহাজের ২ নং জেনারেটর ইঞ্জিনের মেজর ওভারহোলিং কাজ করা হয়েছে।
৯।	বাঅনৌপক-ধ্রুবতারা জাহাজের হারবার জেনারেটর ইঞ্জিনের খুচরা যন্ত্রাংশ সংগ্রহসহ মেজর ওভারহোলিং কাজ করা হয়েছে।
১০।	বাঅনৌপক-তুরাগ জাহাজের ১টি জেনারেটর ইঞ্জিনের খুচরা যন্ত্রাংশ সংগ্রহসহ ইঞ্জিনের মেজর ওভারহোলিং কাজ করা হয়েছে।
১১।	বাঅনৌপক-অগ্রগামী ও অগ্রগতি জাহাজের জেনারেটর ইঞ্জিনের জন্য কম্বাইন্ড সিলিন্ডার হেড সংগ্রহ এবং যে কোন একটি সিলিন্ডার হেড ফিটিং, ফিক্সিং কাজ করা হয়েছে।
১২।	বাঅনৌপক-তিতাস জাহাজের ২টি জেনারেটর ইঞ্জিনের খুচরা যন্ত্রাংশ সংগ্রহসহ মেজর ওভারহোলিং কাজ করা হয়েছে।
১৩।	বাঅনৌপক-অগ্রগতি জাহাজের ১নং জেনারেটর ইঞ্জিনের মেজর ওভারহোলিং কাজ করা হয়েছে।

৯.৩. ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলি সম্পাদনে বড় রকমের কোন সমস্যা/ সঙ্কটের আশঙ্কা করা হলে তার বিবরণ (সাধারণ/রুটিন প্রকৃতির সমস্যা/সঙ্কট উল্লেখের প্রয়োজন নেই ; উদারহণ : পদ সৃজন, শূন্যপদ পূরণ ইত্যাদি)

(১০) মন্ত্রণালয়ের উদ্দেশ্য সাধন সংক্রান্তঃ নাই

১০.১ ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের কার্যবলির মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ের আরদ্ধ উদ্দেশ্যাবলী সন্তোষজনক ভাবে সাধিত হয়েছে কি ?

১০.২ উদ্দেশ্যাবলি সাধিত না হয়ে থাকলে তার কারণসমূহঃ নাই

১০.৩ মন্ত্রণালয়ের আরদ্ধ উদ্দেশ্যাবলি আরো দক্ষতা ও সাফল্যের সঙ্গে সাধন করার লক্ষ্যে যে সব ব্যবস্থা/পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে, সে সে সম্পর্কে মন্ত্রণালয়ের সুপারিশঃ প্রযোজ্য নয়

(১৫) উন্নয়ন প্রকল্প সংক্রান্তঃ

১৫.১ উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থ বরাদ্দ ও ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০১৬ থেকে ৩০ জুন ২০১৭ পর্যন্ত) (সাময়িক)

প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে মোট প্রকল্পের সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে আরএডিপিতে মোট বরাদ্দ (কোটি টাকায়)	প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের পরিমাণ ও বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের শতকরা হার	প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে মন্ত্রণালয়ে এডিপি রিভিউ সভার সংখ্যা
১	২	৩	৪
জিওবি অর্থায়নভূক্ত প্রকল্পঃ			
১০টি	৮৭৭.৬৯ (আটশত সাতাত্তর কোটি উনসত্তর লক্ষ)	৮৭৭.১১১৭ (সাময়িক) (আটশত সাতাত্তর কোটি এগার লক্ষ সতের হাজার) -ও- ৯৯.৯৩% (শতকরা নিরানব্বই দশমিক নয় তিন ভাগ)	৬ টি
নিজস্ব অর্থায়ভূক্ত প্রকল্পঃ			
০৩টি	২৫.০৪ (পঁচিশ কোটি চার লক্ষ)	২৫.৫৬৪৬ (সাময়িক) (পঁচিশ কোটি ছাপ্পান্ন লক্ষ ছেচল্লিশ হাজার) -ও- ১০২.০৯% (শতকরা একশত দুই দশমিক শুন্য নয় ভাগ)	

১৫.২ প্রকল্পের অবস্থা (০১ জুলাই ২০১৬ থেকে ৩০ জুন ২০১৭ পর্যন্ত)

প্রতিবেদনাধীন অর্থ বছরে শুরু করা নতুন প্রকল্পের সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরে সমাপ্ত প্রকল্পের তালিকা	প্রতিবেদনাধীন বছরে উদ্বোধনকৃত সমাপ্ত প্রকল্পের তালিকা	প্রতিবেদনাধীন বছরে চলমান প্রকল্পের কম্পোনেন্ট হিসেবে সমাপ্ত গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো
০১টি	**জিওবি অর্থায়নভূক্ত প্রকল্পঃ** ১। বাংলাদেশ পল্লী অঞ্চলে লঞ্চঘাট ও ওয়েবসাইড ঘাট উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)।		১। “১০ টি ড্রেজার ক্রেনবোট, টাগবোট, অফিসার্স হাউজবোট ও ক্রু-হাউজবোট সহ অন্যান্য সরঞ্জামাদি/যন্ত্রপাতি সংগ্রহ”-শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৪টি

	২। Feasibility Stuby for Construction of river port at Nagarbari-Chilmari, Modernization of Baghabari river Port and Construction and placement of special type terminal pontoons with allied facilities/structures. **<u>নিজস্ব অর্থায়নভূক্ত প্রকল্পঃ</u>** ১। ঢাকা বন্দরস্থ সদরঘাট টার্মিনাল ভবন সম্প্রসারন। ২। ঢাকা নদী বন্দরের আওতায় সদরঘাট হতে শ্মশানঘাট পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)		এক্সিবিয়ান ড্রেজার সংগৃহীত হয়েছে।

সংস্থা প্রধানের স্বাক্ষর